কালের কণ্ঠ ১১.০৭.১৭

মিরসরাই ট্র্যাজেডির ছয় বছর

মিরসরাইয়ে নিহতদের স্মরণে নির্মিত স্মৃতির বেদি 'আবেগ'। ছবি : কালের কণ্ঠ

আজ স্মরণের দিন

এনায়েত হোসেন মিঠু, মিরসরাই (চট্টগ্রাম) ▷

আজ ১১ জুলাই। চট্টগ্রামের মিরসরাই ট্র্যাজেডির ছয় বছর পূর্ণ হলো। ২০১১ সালের এই দিনে মিনিট্রাক উল্টে খাদে পড়ে ৪৩ শিক্ষার্থীসহ ৪৫ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়।

নিহতদের প্রতিবছর এই দিনে স্মরণ করে স্বজন, প্রতিবেশী, সহপাঠী, শিক্ষকসহ সর্বস্তরের মানুষ। এবারও দিবসটিকে ঘিরে নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে আবুতোরাব উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

কর্মসূচি

আবুতোরাব উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাফর সাদিক জানান, আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে দিনের কর্মসূচি শুরু হবে। প্রথমে ৮টায় কালো ব্যাচ ধারণ করবে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। এরপর নিহতদের আত্মার শান্তি কামনায় যার যার ধর্ম অনুযায়ী আয়োজন করা হয়েছে প্রার্থনার। সকাল ১০টায় স্কুল প্রাঙ্গণে স্থাপিত স্মৃতিবেদি 'আবেগ' এবং ঘটনাস্থলে স্মৃতিবেদি 'অন্তিমে' ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাবে সর্বস্তরের মানুষ। এরপর 'আবেগ' থেকে শুরু করে 'অন্তিমে' গিয়ে শেষ হবে শোকযাত্রা। দুপুর ১২টায় স্কুল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে শোকসভা। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন চট্টগ্রাম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (ভিসি) অধ্যাপক ডা. ঈসমাইল খান। উপস্থিত থাকবেন মিরসরাই উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (দায়িত্বপ্রাপ্ত) ইয়াছমিন আক্তার কাকলী, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ আতাউর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর কবির চৌধুরী।

স্থানীয় মায়ানী ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান কবীর আহম্মদ নিজামী জানান, দিনব্যাপী কর্মসূচিতে অংশ নেবে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ। এবার মেজবান অনুষ্ঠানের আয়োজন ছাড়া আগের সব আয়োজন থাকছে।

ফিরে দেখা

২০১১ সালের ১১ জুলাই মিরসরাই সদর স্টেডিয়ামে বঙ্গবন্ধু এবং বঙ্গমাতা ফুটবল টুর্নামেন্টের খেলা দেখে জয়ের আনন্দ নিয়ে একটি মিনিট্রাকে করে বাড়ি ফিরছিল প্রায় ৮০ জন শিক্ষার্থী। বড়তাকিয়া-আবুতোরাব সড়কের সৈদাবাদে চালকের গাফিলতির কারণে উল্টে গিয়ে খাদে পড়ে ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হয় ৩৮ শিক্ষার্থী ও এক এলাকাবাসী। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান আরো পাঁচ শিক্ষার্থী ও একজন অভিভাবক। নিহত শিক্ষার্থীদের সবাই আবুতোরাব উচ্চ বিদ্যালয়, আবুতোরাব কলেজ ও আবুতোরাব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ত। সেদিন একসঙ্গে ৪৩ শিশু-কিশোর, এক গ্রামবাসী আর একজন অভিভাবকের মৃত্যু স্তব্ধ করেছিল পুরো জাতিকে। শোকের জনপদে পরিণত হয়েছিল মায়ানী, আবুতোরাব, মধ্যাদিয়াসহ চারটি গ্রাম। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেতা, সাবেক রাষ্ট্রপতি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জাতীয় নেতারাসহ বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এসেছিল নিহতদের স্বজন-সহপাঠীদের সান্ত্বনা দিতে। কিন্তু কিছুতেই শোক ভুলতে পারেনি স্বজন কিংবা সহপাঠীরা। ঘটনার প্রথম কয়েক মাস ধরে মানসিক অস্বাভাবিকতা বিরাজ করত সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে। শ্রেণিকক্ষে এসে অচেতন হয়ে যেত অনেক শিক্ষার্থী। অনিয়মিত হয়ে পড়েছিল পাঠদান কার্যক্রম। অজানা আতঙ্ক আর উৎকণ্ঠায় দিন কাটতে থাকে অভিভাবকদের। সেই দুরবস্থা এখন অনেকটা কাটিয়ে উঠেছে।